দৈনিক খবর

তারিখ 25 JUN 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩.০৮ কোটি টাকার বাজেটপ্রস্তাব

।। স্টাফরিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৫৩ দশমিক ০৮ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্যদিবসে

৭-এর পাতা ৬ষ্ঠ কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন আহমদ এ বাজেট প্রণয়ন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য বাজেট বক্তৃতায় ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, সিট ভাড়া, এস্টাবলিশমেন্ট চার্জ ইত্যাদি বৃদ্ধিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য আয়ের উৎস বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবিত বাজেটে ১০ দশমিক ৫৭ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবছরে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১ দশমিক ৬৩ কোটি টাকা।

বাজেটের শতকরা ২৬ দশমিক ৩২ ভাগ শিক্ষকদের বেতন, অফিসারদের বেতন ৫ দশমিক ৬২ ভাগ, কর্মচারীদের বেতন বাবদ ১৯ দশমিক ৬৫ ভাগ, পেনশন বাবদ ৩ দশমিক ০১ ভাগ, ছাত্রবৃত্তি খাতে শূন্য দশমিক ৪০ ভাগ, গবেষণায় ২ দশমিক ২৮ ভাগ, শিক্ষার মান উন্নয়নে ১ দশমিক ৩২ ভাগ, গ্রন্থাগারসমূহের জন্য ১ দশমিক ৬৭ ভাগ, পরীক্ষা ব্যয় ৪ দশমিক ৬৬ ভাগ প্রাকটিক্যাল টিচিং-এ ১ দশমিক ৬৮ ভাগ, খেলাধুলায় দশমিক ১৫ ভাগ, চিকিৎসা দশমিক ৫৬ ভাগ, ভবন রক্ষণাবেক্ষণে ৩ দশমিক ৬০ ভাগ, আসবাবপত্রের জন্য ৭ দশমিক ২১ ভাগ, ষ্টেশনারী দ্রব্যের জন্য দশমিক ৩৩ ভাগ এবং অন্যান্য খাতে ২১ দশমিক ৫৪ ভাগ বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

সিনেট অধিবেশনে পেশকৃত বাজেট বক্তৃতায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, আর্থিক সমস্যাসহ নানা সমস্যার মধ্যে থেকেও আমরা যে তেমন কিছুই করতে পারিনি তা নয়। এ সংকটের মধ্যেও যথাসম্ভব সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, বর্ধিতকরণ এবং আধুনিককরণের কাজ এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৪ দশিক ৪৯ কোটি টাকা মঞ্জুরীকৃত ব্যয়ে স্যার এ এফ রহমান হলের ইমারত নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। সরকারের বিশেষ অনুদানে ১ দশমিক ৬২ কোটি টাকার মঞ্জুরীকৃত ব্যয়ে ফয়জুন্নেছা ছাত্রী নিবাসের মূল ভবনের কাজ আরম্ভসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড সাধিত হচ্ছে।

প্রচলিত নিয়মানুসারে আমরা এবারও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট ডিমান্ড বাজেট পেশ করি। মঞ্জুরী কমিশন থেকে এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বরাদ্দের অঙ্গীকার পাওয়ার পর আমরা চূড়ান্ত বাজেটের খসড়া প্রণয়ন করে ফাইন্যান্স কমিটির সভায় পেশ করি। পরে একটি বাজেট রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে বাজেট চূড়ান্তকরণে তাদের মতামত ও উপদেশ প্রদান করেন। বাজেট রিভিউ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্র-বেতন, সিট ভাড়া এস্টাবলিশমেন্ট চার্জ ইত্যাদি বৃদ্ধিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য আয়ের উৎস বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করে। এছাড়াও যেসব সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ১০ দশমিক ৫৭ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে স্পেশাল গ্রান্ট প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করা, গত বছরের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য কোন কার্যকর উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে বলে বাজেট রিভিউ কমিটির পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় বাজেট-ঘাটতি পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মহলকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আয় কমার সাথে সাথে ব্যয় সংকোচনের সুপারিশ করা হয়।